যায়যায়দিন

তারিখ AUG 10 2006
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে ইবিতে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ

মহাসড়ক অবরোধ, পাঁচ দিনের আল্টিমেটাম

ইবি প্রতিনিধি

ক্লাস-পরীক্ষা চালুর দাবিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সহিংস রূপ নিয়েছে। গতকাল বুধবার বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ, প্রশাসনিক ভবনে তালা, বিক্ষোভ সমাবেশসহ ক্যাম্পাসে লোহার রড ও লাঠি মিছিল বের করে। অবিলম্বে ক্লাস-পরীক্ষা চালু না হলে আগামী ১৫ আগস্ট থেকে শিক্ষকদের আবাসিক এলাকার পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিয়েছে তারা। নতুন ভিসির দাবিতে শিক্ষক সমিতির আন্দোলনের ফলে গত ২১ দিন কোনো ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

পৃ২ // ক৭

ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে ইবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়নি। ইবি শিক্ষার্থীরা গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় 'ক্লাস চাই, পরীক্ষা চাই, লেখাপড়া করতে চাই'- স্লোগান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ওপর অবস্থান নিয়ে অবরোধ শুরু করে। তারা রাস্তার ওপর গাছ ফেলে ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। প্রায় তিন ঘণ্টা অবরোধ চলাকালে রাস্তার দু'ধারে সহস্রাধিক গাড়ি আটকা পড়ে। ক্যাম্পাসের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টা ভিসিকে রক্ষা করতে এলে ছাত্ররা তাদের লাঞ্ছিত করে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এ সময় লোহার রড ও লাঠি নিয়ে মেইন গেট, মহাসড়ক ও ক্যাম্পাসে জঙ্গি মিছিল বের করে। পরে মহাসড়কের ওপর ছাত্রনেতা মামুনের পরিচালনায় বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এতে বক্তৃতা করেন আজমত হুসাইন, ওমর ফারুক, জনি, মুকুল, ইমরান, রুমা, দেবব্রত, এলিনা প্রমুখ।

শিক্ষার্থীরা আজ বৃহস্পতিবার সব ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বিকালে অনুষ্ঠেয় ১৯১তম সিন্ডিকেট সভা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। শিক্ষার্থীরা আগামী ১৪ আগস্ট পর্যন্ত পাঁচ দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ক্লাস-পরীক্ষা চালু করা না হলে ১৫ আগস্ট থেকে শিক্ষকদের আবাসিক এলাকার পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে অবরুদ্ধ করার হুমকি দিয়েছে তারা।

এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত ভিসি ও ট্রেজারার অধ্যাপক এএসএম আনোয়ারুল করিম বলেন, 'আমি বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েছি। আশা করছি বিষয়টির দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।'